ঝিনাইদহে কন্যাকে ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাংবাদ সম্মেলন

নিজ নিখোঁজ কন্যার ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাংবাদ সম্মেলন করেছেন ঝিনাইদহে এক হতভাগ্য পিতা ও তার পরিবার। আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে পাগলা কানাই মোড়ে ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটি কার্যালয়ে সাংবাদ সম্মেলন করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার রায়পুর গ্রামের ছেলে মোঃ আব্দুল আজিজ। সাংবাদ সম্মেলনে আব্দুল আজিজ বলেন যে তিনি তার দ্বিতীয় কন্যাকে ৭ বছর আগে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার একটি গ্রামে বিবাহ দেয়। বিবাহ পরবর্তী তাদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয় তার বর্তমান বয়স ৫ বছর। আমার মেয়ে জোবাইদা সুখের সংসার। এই সংসারে খারাব দৃষ্টি পড়ে আমার নিজ গ্রাম বাড়ির পার্শবর্তী মৃত মল্লিক মন্ডল ছেলে আসাদুলের। আমার মেয়ে জোবাইদার সাথে বিবাহের পর প্রতারনার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলে সেটা আমরা জানতাম না। তখএফ মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যেতে অনীহা প্রকাশ করতো। আমরা প্রায়ই সেই থেকে আসাদুল ব্লাকমেইল করে হত্যা খুন জখমের হুমকি দিয়ে বিভিন্নস্থানে নিয়ে যায় এবং ভয় দেখায় বলে তোর মা বাবা একমাত্র ভাই তাকেও হত্যা করবো। তুই কাউকে বলতে পারবি না। মেয়ে ভয়ে কিছুই প্রকাশ করতো না । আসাদুলের ভয়ে নিরুপায় হয়ে তার সাথে সংসার ছেড়ে উথলী গ্রামের শাহীন ড্রাইভারের নিকট আমার মেয়েকে চক্রান্ত করে নিয়ে যায়। সেখানে শাহীন ড্রাইভার জীবননগর উপজেলার মেদিনীপুর গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে হাকিমের নিকট নিয়ে যায়। হাকিমের নিজ বাড়িতে শাহীন আমার মেয়ে জোবাইদা কে বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয। মেদিনীপুরের হাকিম তার রমরমা মাদকের ব্যবসায় আমার সহজসরল মেয়েকে দিয়ে গত ৪ মাস পূর্বে একটি ব্যাগে গাঁজা দিয়ে জীবননগর থেকে বাস যোগে তাদের গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়। এরপর গাঁজা সহ আমার সহজসরল মেয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে জেল হাজতে যায়। মহেশপুর থানা পুলিশ আমাদের বাসায় জোবাইদা গাঁজা সহ ধরা পড়েছে জানানো হলে সেখানে দেখতে যায়। মাদকবিক্রেতা চক্র আসাদুল শাহীন হাকিম আমার মেয়ের সাথে জেল খানায় দেখা করে কোন কিছু না জানানোর জন্য বলে। জোবাইদা কে জেল হাজত থেকে তারা বের করে পূনরায় তাদের অপরাধ জগতে নিয়ে যাবে বলে জানান আমার মেয়ে। আমি জেল হাজতে দেখা করতে গেলে জানান আপনারা দেখতে পারবেন না ১৫ দিন না হলে।

১৫ দিন পূর্ণ হলে জোবাইদার নিকট জানতে পারি মাদকচক্র তাকে জামিনের ব্যবস্হা করছে। মেয়ের নিকট জানতে পেরে মহামান্য হাইকোর্টের মাধ্যমে জরুরী জামিনের ব্যবস্হা করি। জামিন করে আমার রায়পুর গ্রামে থাকা অবস্থায় আসাদুল বিভিন্ন মাধ্যমে জোবাইদার সাথে সম্পর্ক করতে থাকে। জানতে পেরে নিজ বাড়ি বিক্রি করে আসাদুলের কু দৃষ্টির বাহিরে জীবননগর শহরে চলে যায় মেয়ে জোবাইদা কে নিয়ে। সেখানে যাওয়ার ১৫ দিনের মাথায় জোবাইদার সাথে যোগাযোগ করে আসাদুল পাচারের উদ্দেশ্যে মহেশপুর উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী আনন্দ বাজার নামক গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে রাসেল নামে একজন ঢাকার গাড়ির সুপারভাইজার তাকে মাঠ থেকে উদ্ধার করে। রাসেল জানান ৯৩ নম্বর মোবাইল নম্বর তার মামা পরিচয় দিয়ে তাকে এই মাদক ও দেহব্যবসা সহ পাচারের জন্য ভারত পাঠাচ্ছিল আমি তাকে ধরে নিয়ে এসে রাত আমার এক চাচির বাড়িতে রেখে আসি। তারপর তাকে অনেক বুঝিয়ে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে আনন্দ বাজার থেকে গাড়িতে উঠিয়ে দেয়।

এই আসাদুল আমার মেয়ে সম্পর্কে প্রতিবেশী মামা হওয়া সত্বেও তার লালসার বলি হয়েছে। আমার মেয়ে জোবাইদা কে এই মাদকচক্র আসাদুল শাহীন হাকিম বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারত পাচারের উদ্দেশ্য গুপ্ত করে আটকে রেখেছে। আমি আমার মেয়ে জোবাইদা ফিরে পেতে চাই আপনার নিকট নিবেদন জানাচ্ছি এই মাদককারবারী আসাদুল শাহীন হাকিম এর বিচার সহ আমার সহজসরল মেয়ে সংসার জীবনে পাঁচ বছরের নাবালক শিশুর মা জননী হয়ে ফিরিয়ে দেয়। এই মাদককারবারী আসাদুল শাহীন হাকিম এর বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইতিমধ্যে আদালতে একটি মামলা দেওয়ার করেছি আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানো জারি করেছে। নারী শিশু আদালতের মামলা নং:- পিটিশন ৫৪/২০২৫।

সাংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সভাপতি সাংবাদিক সাহিদুল এনাম পল্লব, সাধারণ সম্পাদক বিএম আনোয়ার হোসেন, সবুজ মিয়া, বাবলু মিয়া, তাপস কুণ্ডু, মিশুক হাসান, এস কে কাদের, রাকিব হোসেন, লতা মিয়া, সহ আরো অনেকে।

প্রতারক কামরুজ্জামানের কাছে থেকে জমি ফিরে পেলেন আরেক ভুক্তভোগী

প্রতারক সেই মীর কামরুজ্জামানের কাছ থেকে ২য় দফায় সরকারি ১০ শতক জমির খারিজ বাতিল করেছেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)। এর মধ্যে সরকারের দখলে ৬ শতক এবং ভ’ক্তভোগী বানুয়ারাকে ৪ শতক জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার বাদি বানুয়ারা খাতুনের অভিযোগের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি শেষে এ আদেশ দেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম।

গাংনীতে সরকারি ১০ শতকের মধ্যে পোনে ৯ শতক জমিসহ ৩ অসহায়ের জমি নিজ নামে জাল খারিজ করে নেন তেরাইলের মীর কামরুজ্জামান।

গাংনী উপজেলা নির্বাহি কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, মীর কামরুজ্জামানের পিতা মীর লুৎফর রহমানকে পোনে ৯ শতক জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

পরে ২০০৫ সালে মীর লুৎফর রহমানের বন্দোবস্ত বাতিল করেন জেলা প্রশাসক স্যার। কিন্তু মীর কামরুজ্জামান ওই বন্দোবস্ত গোপন করে জমি খারিজ করে নেন।

ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের শুনানী করা হয়। শুনানি মীর কামরুজ্জামানের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে টেম্পারিংয়ের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এবং সরকারি খাস জমির খারিজ বাতিল করা হয়। এর মধ্যে বন্দোবস্তর ৪ শতক জমি বানুয়ারাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এর আগে গত ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শূনানী শেষে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী ২ জনের তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের দাগ ৪৪৪৮ এবং ৪৪৪৯ জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের

প্রতারণা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হলে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস.এম শরিয়ত উল্লাহ বিষয়টি আমলে নিয়ে স্বপ্রনোদিত মামলা করেন।

মামলায় পিবিআই কুষ্টিয়াকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে তিন জনকে তাদের জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়।